সংবাদ

তারিখ · 19 AUG 2016

পৃষ্ঠা ... কলাম ...

সব সূচকে উন্নতি

রাকিব উদ্দিন

শিক্ষার্থীরা গত বছরের তুলনায় এবার আকাশচুম্বী সাফল্য পেলেও ২০১৪ সালের তুলনায় সাফল্য কিছুটা কম। এবার পাসের হার, জিপিএ-৫ প্রাপ্তি ও ঝরেপড়া হ্রাস থেকে শুরু করে ইতিবাচক উন্নতি হয়েছে ফলাফলের সব সূচকে। এর পরও এই পরীক্ষার সাফল্যের পেছনে মূল কারণগুলো কী- তা নিয়ে নানা প্রশ্ন রয়েছে।

> **মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন পদক্ষেপ শিক্ষার গুণগতমানে পরিবর্তন ঘটিয়েছে**
>
> **বিশেষজ্ঞ অভিমত**

খাতা মূল্যায়নকারী শিক্ষক ও শিক্ষা বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, সরকার বিশেষত শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নেয়া পদক্ষেপ শিক্ষার গুণগত মানে পরিবর্তন ঘটিয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু পরীক্ষার আগে এবার ব্যাপকভাবে প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনাও ভালো ফলের পেছনে ভূমিকা রেখেছে। বেশকিছু বিষয়ের প্রশ্ন ফাঁসের ঘটনা সাফল্যকে কিছুটা হলেও প্রশ্নবিদ্ধ করেছে বলে মনে করছেন শিক্ষা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা।

তবে পাসের হার বৃদ্ধির ব্যাপারে শিক্ষামন্ত্রী বলেছেন, 'শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের গৃহীত নানা পদক্ষেপ, শিক্ষার্থী-শিক্ষক-অভিভাবকদের অক্লান্ত প্রচেষ্টাসহ সমগ্র শিক্ষা পরিবারের সার্বিক সহযোগিতায় এ অবস্থায় পৌঁছানো সম্ভব হয়েছে।'

২০১৪ সালে এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় পাসের হার ছিল ৭৮ দশমিক ৩৩ শতাংশ। ওই বছর জিপিএ-৫ পেয়েছিল ৭০ হাজার ৬০২ জন পরীক্ষার্থী। এই হিসাবে গত বছরের তুলনায় এবার গড় পাসের হার ও জিপিএ-৫ এর সংখ্যা বাড়লেও ২০১৪ সালের তুলনায় বাড়েনি।

গত বছর সবচেয়ে খারাপ ফল করা যশোর শিক্ষা বোর্ডে এবার হঠাৎ প্রায় দ্বিগুণের বেশি শিক্ষার্থী পাস করেছে, যা নিয়েও প্রশ্ন তুলছেন শিক্ষা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা। একইসঙ্গে কঠোর মনিটরিংয়ে শ্রেণীকক্ষে নিয়মিত পাঠদান নিশ্চিত করা, সৃজনশীল প্রশ্নপত্র পদ্ধতিতে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ, ইংরেজি ও গণিতসহ বিজ্ঞান বিষয়ে ভালো ফল, সহজ প্রশ্ন ও প্রশ্নপত্র বিভ্রাট নিরসনে খাতা মূল্যায়নে সর্বোচ্চ উদারতার ফলেই যশোর বোর্ড এ সাফল্য পেয়েছে বলে শিক্ষা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা মনে করছেন।

যশোর বোর্ডে এবার পাসের হার ৮৩ দশমিক ৪২ শতাংশ। অথচ গত বছর এই বোর্ডের পাসের হার ছিল মাত্র ৪৬ শতাংশ। এ বোর্ডের পাসের হার অনেক বেড়ে যাওয়ার ইতিবাচব প্রভাব পড়েছে পুরো ফলে।

এক বছরের মধ্যে বোর্ডের ফলে অস্বাভাবিক পরিবর্তনের কারণ সম্পর্কে যশোর সব : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ৭

সব : সূচকে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক আবদুল মজিদ বলেন, 'গত বছর আমাদের বোর্ডে প্রায় অর্ধলক্ষ শিক্ষার্থী একটি বা দুটি বিষয়ে ফেল করেছিল, যারা এবার কেবল ওই বিষয়ে পরীক্ষা দিয়ে প্রায় সকলেই পাস করেছে। ফলে আমাদের বোর্ডের ফল যেমন ভালো হয়েছে তেমনি সার্বিক পাসের হারেও পরিবর্তন এনেছে। কেবল ইংরেজিতে সবচেয়ে বেশিসংখ্যক শিক্ষার্থী গত বছর ফেল করেছিল। এই সংখ্যাও প্রায় ৪০ হাজার। তারা অধিকাংশই এবার পাস করেছে। ফলে আগের বছরের তুলনায় ফল অনেক বেশি ভালো হয়েছে।' প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনায় এবারের বেশকিছু পরীক্ষা প্রশ্নের মুখে পড়ে। সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যম ফেসবুক ও ভাইভায় এইচএসসি পরীক্ষায় প্রশ্ন ফাঁস নিয়ে বিব্রতকর অবস্থায় পড়তে হয় শিক্ষা প্রশাসনকে। বোর্ডের কর্মকর্তাদের দৌড়াতে হয় প্রশ্নপত্র ফাঁসকারী চক্রের খোঁজে। গণমাধ্যমে পরীক্ষার আগেই ফাঁস হওয়া প্রশ্নসহ প্রতিবেদন প্রকাশের পর ঘটনা তদন্তে নামে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতর (মাউশি)। ঢাকাসহ বিভিন্ন শিক্ষা বোর্ডের কর্মকর্তারা পরীক্ষার এক ঘণ্টা আগে আঁকস্মিক অভিযানে যান সন্দেহপ্রবণ পরীক্ষা কেন্দ্রগুলোতে। যদিও পরীক্ষার আগে ফেসবুক ও ভাইভায় প্রশ্ন ফাঁস বন্ধে কোন সাফল্য পায়নি প্রশাসন। এ ব্যাপারে মাদ্রাসা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ছায়েব উল্ল্যাহ সংবাদকে বলেন, 'আসলে দেশের শিক্ষা ক্ষেত্রে বড় পরিবর্তন ঘটেছে। সমাজের উচ্চবিত্ত থেকে একেবারে নিম্নবিত্ত পরিবারের মেধাবী শিক্ষার্থীরা এ সুযোগকে কাজে লাগিয়ে নিজেদের সুপ্ত মেধাকে বিকশিত করতে পেরেছে। তারা সৃজনশীল প্রশ্ন ভালোভাবে আয়ত্ত করতে পারছে। পাশাপাশি ইংরেজি, গণিত এবং সৃজনশীল বিষয় সম্পর্কে শিক্ষকদের ধারাবাহিক প্রশিক্ষণ, অভিভাবকদের সচেতনা বৃদ্ধি, পাঠলাভের প্রতি শিক্ষার্থীদের আগ্রহ বৃদ্ধি ও বোর্ডের নিয়মিত মনিটরিংয়ের কারণেই ভালো ফল অর্জন হয়েছে।'

পাস ও পূর্ণাঙ্গ জিপিএতে সেরা বিজ্ঞান ও গার্হস্থ্য বিভাগের শিক্ষার্থীরা

এবার জিপিএ-৫ পাওয়া শিক্ষার্থীদের ৮৫ শতাংশই বিজ্ঞান ও গার্হস্থ্য বিভাগের। এবার আটটি শিক্ষা বোর্ডে মোট জিপিএ-৫ পেয়েছে ৪৮ হাজার ৯৫০ জন শিক্ষার্থী। এর মধ্যে ৪১ হাজার ৪৬৮ জনই বিজ্ঞান ও গার্হস্থ্য শাখার ছাত্রছাত্রী। বিজ্ঞানের শিক্ষার্থীদের অকৃতকার্যের হার অনেক কম হওয়ায় সার্বিক ফলে এর প্রভাব পড়েছে। ফলাফল শিটে দেখা গেছে, পাসের হার ও জিপিএ-৫ উভয় সূচকেই বিজ্ঞান ও গার্হস্থ্য শাখার পরীক্ষার্থীরা এগিয়ে। এই দুই শাখা থেকে এক লাখ ৯০ হাজার ৮৫১ জন ছাত্রছাত্রী পরীক্ষায় অংশ নিয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে এক লাখ ৫৮ হাজার ৪৭৬ জন। গড় পাসের হার ৮৩ দশমিক শূন্য ৪ শতাংশ।

ব্যবসায় শিক্ষা শাখা থেকে তিন লাখ তিন হাজার ৩৪২ জন পরীক্ষা দিয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে দুই লাখ ২৫ হাজার ৭৯১ জন। গড় পাসের হার ৭৪ দশমিক ৪৩ শতাংশ। জিপিএ-৫ পেয়েছে চার হাজার ৭৩১ জন। আর মানবিক, ইসলাম শিক্ষা ও সংগীত শাখা থেকে পাঁচ লাখ ১২ হাজার ৮৬০ জন পরীক্ষা দিয়ে পাস করেছে তিন লাখ ৪৫ হাজার ৫৩৬ জন। পাসের হার ৬৭ দশমিক ৩৭ শতাংশ। জিপিএ-৫ পেয়েছে দুই হাজার ৭৫১ জন। এই শাখার ফলই সবচেয়ে খারাপ।

গত বছরের তুলনায় এ বছরের ফলের মান বৃদ্ধির সকল সূচকে ইতিবাচক লক্ষণ প্রকাশ পেয়েছে জানিয়ে মন্ত্রী আরও বলেন, 'গত বছরের তুলনায় এ বছর অংশগ্রহণকারী পরীক্ষার্থী, উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থী, পাসের হার, জিপিএ-৫, প্রতিষ্ঠান ও কেন্দ্রের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে।